প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফল:

প্রকল্পটি নিচের চারটি ফলাফল লাভের জন্য কাজ করছে। ফলাফল ১ ও ২ অর্জনের জন্য UNDP এবং ৩ ও ৪ অর্জনের জন্য FAO কাজ করছে।

ফলাফল ১:

অংশীজনদের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি: বন বিভাগ সহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর ও সকল অংশীজনের মধ্যে সচেতনতা তৈরী এবং সক্রিয়ভাবে বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধে সম্পৃক্ত করার জন্য গৃহীত কার্যক্রম। উপরোক্ত ফলাফল নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্জনের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে:

অর্জন ১.১: জনসচেতনতা বৃদ্ধি

অর্জন ১.২: পরামর্শ ও অংশগ্রহণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

ফলাফল ২:

REDD+ কৌশল প্রণয়নে সহায়তা করা: বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধে REDD+ জাতীয় কৌশল হচ্ছে একটি সমন্বিত ও সু-পরিকল্পিত কার্যক্রম। উপরোক্ত ফলাফল নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্জনের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে:

অর্জন ২.১: REDD+ এর আইনগত নীতি কাঠামো চিহ্নিত করণ

অর্জন ২.২: বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের প্রধান চালিকাসমূহ চিহ্নিত করণ

অর্জন ২.৩: বন উজাড় ও বন অবক্ষয়ের প্রধান চালিকা সম্পর্কে বিশদ তথ্য আহরণ

অর্জন ২.৪: বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধে মূল চালিকাসমূহ মোকাবেলায় REDD+ কৌশল নির্ধারণ

অর্জন ২.৫: REDD+ বাস্তবায়ন কাঠামো প্রণয়ন

অর্জন ২.৬: REDD+ অর্থায়নে জাতীয় পর্যায়ে স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ

অর্জন ২.৭: স্থানীয় পর্যায়ে REDD+ প্রণোদনা প্রদানের জন্য স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করণ

ফলাফল ৩:

জাতীয় পর্যায়ে বন থেকে কার্বন নিঃসরণে মাপকাঠি (FREL/FRL) নির্ধারণে সহায়তা: REDD+ কার্যক্রমের অধীনে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কামানো অথবা বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন অপসারণের মাত্রা পরিমাপের সূচক (benchmark) হলো FREL/FRL বা কার্বন নিঃসরণ ও অপসারণ মাত্রা। উপরোক্ত ফলাফল নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্জনের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে:

অর্জন ৩.১: বন থেকে কার্বন নিঃসরণ/অপসারণের মাপকাঠি নির্ধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধি

অর্জন ৩.২: কার্বন নিঃসরণ/অপসারণের মাপকাঠি (FREL/FRL) নির্ধারণে জাতীয় পরিস্থিতি ও পূর্ববর্তী তথ্য বিবেচনা করণ

অর্জন ৩.৩: কার্বন নিঃসরণ/অপসারণের মাপকাঠি (FREL/FRL) পরীক্ষা করণ

ফলাফল ৪:

জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা: জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে REDD+ কার্যক্রমে বন উজাড় ও বন অবক্ষয় রোধের সফলতা যাচাই করা যায়। উপরোক্ত ফলাফল নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অর্জনের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে:

অর্জন ৪.১: বন খাতে গ্রীনহাউজ গ্যাসের জরিপ বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি

অর্জন ৪.২: বনের সমন্বিত তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন

বাজেট:

এ প্রকল্পে বরাদ্দকৃত বাজেট: ১৭৯,৪৩৯,০০০ টাকা যার মধ্যে UNDP এর জন্য ৯৫,৯৭৯,০০০ টাকা এবং FAO এর জন্য ৮৩,৪৬০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো:

জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীন বন বিভাগ। একজন জাতীয় প্রকল্প পরিচালক (NPD) প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের সহায়তায় প্রকল্পে নেতৃত্ব প্রদান করেন।

প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (PMU):

UN-REDD কর্মসূচির দৈনন্দিন কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয় প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের মাধ্যমে। PMU বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (AWP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটেশন কমিটি (PIC):

প্রকল্প মেয়াদকালে কার্যক্রম-সমূহ সফল ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য গঠিত হয় প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটেশন কমিটি (PIC)। প্রধান বন সংরক্ষকের সভাপতিত্বে এই কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রোগ্রাম স্টিয়ারিং কমিটি (PSC):

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচির কার্যক্রমে সার্বিকভাবে দিক নির্দেশনা ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য এই কমিটি কাজ করছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে এই কমিটি কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ফটো: বন বিভাগ

মতামত ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি

রুম: ৫১৯, চতুর্থতলা, বন ভবন, প্লট: ই-৮, বি-২, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা, বাংলাদেশ

ইমেইল: pd-unredd@bforest.gov.bd

www.bforest.gov.bd

UN-REDD PROGRAMME

UN-REDD
বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচি

UN-REDD PROGRAMME

প্রকল্প পরিচিতি

সময় কালঃ ৩৬ মাস (জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৮)
নির্বাহী সংস্থাঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
মুল বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ বন বিভাগ
কারিগরি সহায়তায়ঃ UNDP এবং FAO
বাজেটঃ ১৭,৯৪,৩৯,০০০ টাকা

কাঙ্খিত ফলাফল সমূহঃ

ফলাফল ১:
অংশীজনদের সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি

ফলাফল ২:
REDD+ কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

ফলাফল ৩:
জাতীয় পর্যায়ে বন থেকে কার্বন নিঃসরণের মাপকাঠি (FREL/FRL) নির্ধারণ

ফলাফল ৪:
জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা

ভূমিকা:

বাংলাদেশের প্রথম ও দ্বিতীয় ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (National Communication) প্রতিবেদন অনুযায়ী CO_2 নিঃসরণের অধিকাংশই হয়ে থাকে জ্বালানী খাত হতে এবং এর পরেই রয়েছে ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন ও বনভূমি (Land use, Land-use change in forestry-LULUCF) খাত।

বনভূমি খাতের ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন রোধের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমানো ও গাছ লাগানোর মাধ্যমে বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন অপসারণের সুযোগ রয়েছে। সেই অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে UN-REDD এর অংশীদার দেশ হিসেবে আত্ন-প্রকাশ করে। UN-REDD কর্মসূচি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে REDD+ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে এবং ফলাফল ভিত্তিক অর্থ প্রাপ্তির জন্য UNFCCC-এর প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ যথা ওয়ারশো কাঠামো তৈরিতে সাহায্য করে।

REDD+ এর জন্য UNFCCC ওয়ারশো কাঠামো উপাদানসমূহ:

- বন থেকে কার্বন নিঃসরণ মাত্রা নির্ধারণ (FREL/FRL)
- জাতীয় বন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি (NFMS)
- জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (NS/AP)
- সুরক্ষা/সুরক্ষার তথ্য ব্যবস্থা (SIS)

REDD+ কী?

UNFCCC-এর সদস্য দেশগুলো মিলে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের একটি পদ্ধতি তৈরি করে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তাদের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের জন্য উৎসাহিত করে। "বন উজাড় ও বনের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট কার্বন নিঃসরণ হ্রাস (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)" এর ইংরেজি আদ্যাক্ষরগুলো মিলিয়ে সংক্ষেপে REDD বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনের একটি স্বীকৃত পদ্ধতি হিসেবে শুধুমাত্র বনের উজাড় ও অবক্ষয়ের রোধই নয় বরং - ১) বনের মজুদ কার্বনের সংরক্ষণ, ২) বনের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং ৩) বনের কার্বনের মজুদ বৃদ্ধি ও প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। এ তিনটি কার্যক্রমকে "+" দিয়ে প্রকাশ করে একসাথে REDD+ বলা হয়।

ক) বন উজাড় রোধ করে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা
খ) বনের অবক্ষয় রোধ করে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা
} REDD

গ) বনের মজুদ কার্বন সংরক্ষণ
ঘ) বনের কার্বন মজুদ বাড়ানো এবং
ঙ) টেকসই বন ব্যবস্থাপনা
} "+"

এছাড়া, REDD+ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলো জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিত করার সক্ষমতা অর্জন করার পথে এগিয়ে যাবে।

REDD+ বাস্তবায়নের তিনটি পর্যায়:

পর্যায়-১ (প্রস্তুতিমূলক):
এ পর্যায়ে রয়েছে জাতীয় কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতিমালা ও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সক্ষমতা তৈরীর কার্যক্রম। বর্তমানে বাংলাদেশ UN-REDD এবং USAID এর অর্থায়নে পরিচালিত NFI প্রকল্পের সহায়তায় এ ধাপের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

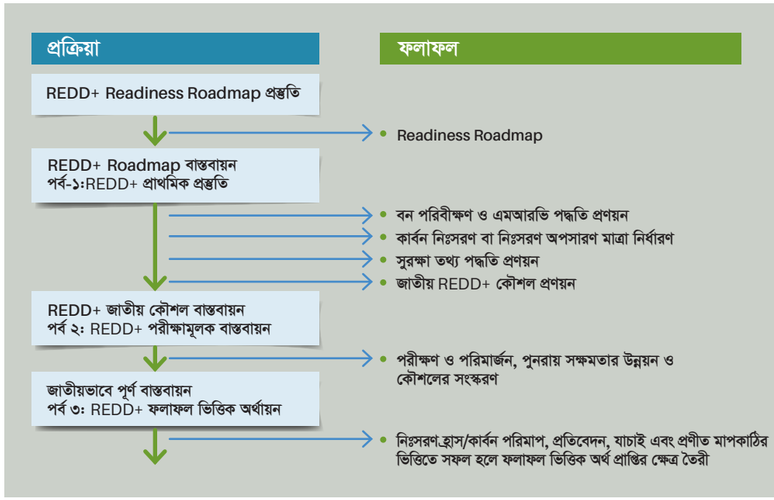

পর্যায়-২ (অগ্রণী):
এ পর্যায়ে রয়েছে গৃহীত কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনা সমূহের প্রাথমিক বাস্তবায়ন। এ বাস্তবায়নকালে গৃহীত কর্মকৌশল বা কর্মপরিকল্পনার কোন পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন অথবা বিয়োজন করা হয় বাস্তবতার আলোকে।

পর্যায়-৩ (জাতীয় পর্যায়ে ফলাফল ভিত্তিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের কার্যক্রম বাস্তবায়ন):
এ পর্যায়ে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তার জন্য জাতীয় পরিবীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ এবং গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা নিরুপন করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে এর উপর প্রতিবেদন তৈরী করে যাচাইয়ের জন্য UNFCCC তে পাঠানো হয়। নিরীক্ষায় উপযোগী প্রমাণ হলে অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণের হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হলে ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ তৈরী হবে।

UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচির সার্বিক উদ্দেশ্য:

UN-REDD বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসূচির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনীয় REDD+ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা, জাতীয় REDD+ কৌশল প্রণয়নের জন্য এর কৌশলগত সম্ভাবনা সমূহ শনাক্ত করা এবং REDD+ এর বাস্তবায়ন শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতার উন্নয়ন করার মাধ্যমে REDD+ Readiness Roadmap বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করা।

প্রকল্পের মেয়াদকাল:

তিন বছর মেয়াদী প্রকল্পটির সময়কাল জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ২০১৬ সালের জুন মাসে অনুমোদিত হয় এবং কার্যক্রম শুরু করে।